সমকাল

তারিখ ... 10 MAY 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১১ ... কলাম ... ৩ ...

প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক নিয়োগের ক্ষমতা চায় মন্ত্রণালয়

■ সমকাল প্রতিবেদক

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিয়োগের ক্ষমতা পিএসসির (পাবলিক সার্ভিস কমিশন) কাছ থেকে নিজেদের হাতে চায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। বর্তমানে প্রজাতন্ত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সব পদে নিয়োগের প্রার্থী বাছাই করে থাকে পিএসসি। তবে পিএসসির মাধ্যমে প্রধান শিক্ষক নিয়োগে দীর্ঘসূত্রতা হচ্ছে বলে মনে করছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ মন্ত্রণালয়ের হিসাবে, এ মুহূর্তে সারাদেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রায় ১০ হাজার প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য।

এই ১০ হাজার প্রধান শিক্ষক নিয়োগের ক্ষমতা পেতে প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন চেয়ে সম্প্রতি চিঠি দিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। অনুমোদন পেলে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ থেকে শুরু করে পরীক্ষা গ্রহণ, ফল প্রকাশ ও নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারবে এ মন্ত্রণালয়।

নিয়োগের ক্ষমতা মন্ত্রণালয়ের হাতে ন্যস্ত করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে সারসংক্ষেপ পাঠানোর বিষয়টি জানিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. জ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্বাস বলেন, নিয়োগবিধি অনুসারে সহকারী শিক্ষকদের মধ্য থেকে ৬৫ শতাংশ পদোন্নতি এবং পরীক্ষা নিয়ে নতুন করে ৩৫ শতাংশ প্রধান শিক্ষকের পদ পূরণ করা হয়। সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) এই পরীক্ষার আয়োজন করে থাকে।

প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদ পূরণে প্রধানমন্ত্রী নিজেও তাগাদা দিয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল আরেক কর্মকর্তা।

গত ১৮ মার্চ 'সকল শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি ও ২০১৪ সালের মধ্যে নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন'-এর লক্ষ্যে জাতীয় টাস্কফোর্সের সভায় এ নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী।